আল্লামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী রহ.

আর-রাহীকুল মাখতুম

১৩৯৬ হিজরীতে রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর উদ্যোগে আয়োজিত
আন্তর্জাতিক সীরাত প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার লাভের বিরল
সম্মানে ভূষিত কিতাব

আর-রাহীকুল মাখতুম

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
এর মোহরাঙ্কিত সুধাময় মহাকাব্যিক জীবন

আল্লামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী রহ.

অনুবাদ

মীর শাহাদাত হুসাইন

মুফতী সুহাইল আহমাদ

সম্পাদনা

মুফতী আমিনুল ইসলাম

মুহাদ্দিস, নরাইবাগ ইসলামিয়া মাদরাসা
ডেমরা, ঢাকা-১৩৬০

প্রকাশনায়

আনোয়ার লাইব্রেরী

১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।

প্রথম প্রকাশ ❖ এপ্রিল ২০১৮ইং

আর-রাহীকুল মাখতুম

রচনা ❑ আল্লামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী রহ.
অনুবাদ ❑ মীর শাহাদাত হুসাইন ও মুফতী সুহাইল আহমাদ
প্রকাশক ❑ মাওলানা আনোয়ার হোসাইন
আনোয়ার লাইব্রেরী, ১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।
সর্বস্বত্ব ❑ প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত।

হাদিয়া ❑ ৭০০ [সাতশত] টাকা মাত্র।

অর্পণ

হাফেজা জাকিয়া বেগম

মুহাম্মাদ মোস্তফা মিয়া

আমার মা-বাবা,

আমার জীবনের রংধনু, ঊষার আলো,

আমার জন্য বিসর্জন দিয়েছেন-

নিজেদের আরাম-আয়েশ সুখের জীবন,

তাঁদের দু-জাহানের কল্যাণ কামনায়,

আমার কিঞ্চিত নিবেদন।

(মুহসিন আল জাবির)

প্রকাশকের কথা

নভোনীলার দিকে তাকিয়ে

হে রাসুলে আরাবী! শ্রেষ্ঠ মানব, আখেরী নবী! তোমার কদমে আমার লাখো-কোটি সালাম। আমি এক অধম। ব্যর্থ চেষ্টা করেছি তোমার পবিত্র জীবন-চরিতের সেবায় নিজেকে জড়াতে। শুধু প্রভুর কাছে আমার জন্য কিঞ্চিৎ সুপারিশের আশায়। আমি তোমাকে ভালোবাসি। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি! বলতে পারো তুলনাহীন এক অনন্য ভালোবাসা।

পবিত্র কোরআনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'উসওয়াতুন হাসানা' বা 'মানব চরিত্রের সর্বোত্তম আদর্শ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামের শেষ নবী হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই তিনি ছিলেন উন্নত এক মহান চরিত্রের অধিকারী। অতএব কোনো কারুকার্যময় বিশেষণ অথবা কৃত্রিমতার আবরণে চিত্তাকর্ষক কোনো মন্তব্যের দ্বারা তাঁকে চিহ্নিত করার আদৌ প্রয়োজন নেই।

মহানবীর দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলী এবং কাজ-কর্ম ছিলো এত বাস্তবধর্মী যে, কোনো মন্তব্য ছাড়াই সেসবের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা চলে এবং মহানবীর জীবন থেকে শিক্ষা নেয়ার জন্যে এটাই হচ্ছে সর্বোত্তম পন্থা। সমুদ্রের তীরে বসে যদি কেউ বিশাল সমুদ্রের দিগন্তবিস্তৃত নীল জলরাশি দেখতে থাকে কিংবা হিমালয়ের চূড়ায় উঠে কেউ যদি চারদিকে নিঃসীম নভোনীলার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তখন যেমন সে ভীত-বিহ্বল হয়ে তার অভিজ্ঞতা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারে না, ঠিক তেমনি মহানবীর জীবনও এক মহাসমুদ্র। সেই মহাসমুদ্রের কিঞ্চিৎ সেঁচ আমাদের এ প্রচেষ্টা মাত্র। তা দিয়ে তো আর তাঁর জীবন সমুদ্রে সন্তরণ করা যায় না। তবুও আল্লাহ তায়ালা আমাদের এই প্রচেষ্টা ও এর সঙ্গে জড়িত সবাইকে কবুল করুন। আমিন।

মাওলানা আনোয়ার হোসাইন

০১-০৪-২০১৮

লেখকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার। যিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হেদায়েত ও সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন। যাতে রাসুল সত্য দীনকে সব ভ্রান্ত দীনের উপর বিজয়ী করতে পারেন। সাথে সাথে তিনি রাসুলকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী, আল্লাহর পথে আহ্বানকারী বানিয়েছেন। কিয়ামতের মাঠে সাক্ষীদাতা এবং দোজাহানের সিরাজাম মুনিরা; আলোকবর্তিকারূপে পাঠিয়েছেন। তাঁকে উম্মতের আইডল বানিয়েছেন। যারা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে, আল্লাহর স্মরণে জীবন কাটায়, তারা তাঁকে আইডল হিসাবে মানে।

হে আল্লাহ! আপনি নবীজী ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর সালাত-সালাম এবং বরকত নাযিল করুন। সাথে সাথে তাঁর সাথিবর্গ ও কিয়ামত পর্যন্ত আগত সব অনুসারিগণকেও শান্তি দান করুন। অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির ঝর্ণাধারা তাদের জন্য প্রবাহিত করুন। আমীন।

হামদ ও সালাতের পর মূলকথা হলো– ১৩৯৬ হিজরীতে রবিউল আউয়াল মাসে আন্তর্জাতিক ইসলামী সংস্থা; রাবেতায়ে আলমে ইসলামী একটি সিরাতুন্ নবী প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলো। প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিলো পাকিস্তানে। প্রতিযোগিতার বিষয় ছিলো– নবীজীর পূর্ণ জীবনী নিয়ে সংক্ষেপে শুদ্ধভাবে, সুন্দর করে গ্রন্থ রচনা করা। তা যে ভাষাতেই হোক। আমার কাছে রাবেতার এ উদ্যোগ অতি আনন্দের ছিলো। কারণ, এটা একটা ইলমী বা গবেষণামূলক প্রতিযোগিতা। এতে লেখকদের উৎসাহ মিলে। তাদেরকে গবেষণায় ডুব দিতে উৎসাহিত করে। কাজেই এ ধরনের প্রতিযোগিতার কোনো তুলনাই হয় না। এর গুরুত্ব বলে শেষ করা যায় না। বিশেষ করে যখন তা হয় সিরাতুন্ নবী নিয়ে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনী নিয়ে। কারণ, নবীজীর জীবনই হলো মুসলিম বিশ্বের প্রাণশক্তি। মানবজাতির সৌভাগ্যের চাবিকাঠি।

আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি যে, এই মুবারক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পেরেছি। আমিও একটি গ্রন্থ লিখে পাঠাতে পেরেছি। অবশ্য আমার জন্য তা দুঃসাহসিকতার শামিলও বটে। কেননা, আমি কী? আর নবীজীর জীবনী লেখার মাকাম কোথায়?! তবুও নিজেকে শিশুর মতো করে আকাশের চাঁদ ছোঁয়ার আকাঙ্খী বানালাম। কিসের প্রতিযোগিতা? এটা শুধু ওসিলা বানালাম।

কিয়ামতের মাঠে যাতে বলতে পারি, হে নবী! আপনাকে ভালোবেসেছি। সত্যিই ভালোবেসেছি। তা না হলে কি আপনার জীবনী লেখার প্রতিযোগিতায় নেমেছি! সুতরাং সুপারিশ করুন। আপনার কাছে থাকার সুযোগ করে দিন। তখন আল্লাহ তায়ালা নবীর সুপারিশ পেয়ে আমাকে মাফ করে দিবেন। আমি জান্নাতে চলে যাব।

বই সম্পর্কে কথা হলো, বাবেতার শর্তের উপর থাকার চেষ্টা করেছি। সাথে সাথে আমি বিষয়বস্তু উপস্থাপনের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছি। বিরক্তিকর দীর্ঘ আলোচনা এবং বুঝতে সমস্যাযুক্ত আলোচনা, কোনো পথই অবলম্বন করিনি; বরং এর মাঝামাঝি থেকেছি। জীবনী বিষয়ক বইগুলোতে আমি কিছু বিষয়ে প্রচুর মতানৈক্য পেয়েছি। যেগুলোকে সমন্বয় করা অসম্ভব। সেক্ষেত্রে আমি প্রাধান্য দানের পথ অবলম্বন করেছি এবং বিচার-বিশ্লেষণের পর আমার কাছে যা প্রাধান্য পেয়েছে, এ কিতাবে তা-ই লিখেছি। এক্ষেত্রে বইয়ের কলেবর বেড়ে যাবে, এ আশংকায় দলিল-প্রমাণ পেশ করিনি। কোনো বর্ণনা গ্রহণ ও বর্জনে আমি স্ববিষয়ে বিজ্ঞ ইমামদের বক্তব্য থেকে সহযোগিতা নিয়েছি। সহীহ, হাসান, যয়ীফের ব্যাপারে তাদের কথার উপর ভরসা করেছি। কারণ, এর শেষ তালাশ করার সময় আমার হাতে ছিলো না। মাঝে মধ্যে কিছু জায়গায় আমি দলিল ও প্রাধান্যদানের কারণ দর্শিয়েছি। এর কারণ হলো, পাঠক থেকে এক্ষেত্রে বিস্ময়বোধের আশংকা করেছি কিংবা দেখেছি যে, আগের পরের সব ইতিহাসবিদ একটি অশুদ্ধ বর্ণনার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন। প্রকৃত তাওফিকদাতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। হে আল্লাহ! আপনি দুনিয়া-আখেরাতে আমার জন্য কল্যাণের ফয়সালা করুন। আপনিই ক্ষমাশীল। আপনিই ওয়াদুদ-প্রকৃত বন্ধু। আপনি হলেন, আরশ-কুরসীর মালিক।

সফিউর রহমান মুবারকপুরী
বেনারস, আল-হিন্দ

ভালোবাসি তোমাকে হে নবী

শিরোনামটি নকল করেছি পছন্দের বলে। বাংলাভাষায় নবীপ্রেম প্রকাশে আমার কাছে এটি একটি উৎকৃষ্ট বাক্য মনে হয়। বাক্যটি বলতে যেন মজা লাগে। হৃদয়ে নবী প্রেমের জোয়ার আসে। আলহামদুলিল্লাহ।

শায়েখ সফিউর রহমান মুবারকপুরী সাহেবের শুকরিয়া। তার বরকতের ধারা আমাদেরকেও স্পর্শ করেছে। তিনি প্রতিযোগিতার ওসিলায় আরবী ভাষায় নবীজীর সুপারিশনামা লিখেছেন। আমরা বাংলাভাষায় এর অনুবাদ করেছি। তার ও আমাদের আশা অভিন্ন। হে আল্লাহ! কবুল করো। তোমার রাসুলকে জানিয়ে দাও– ভালোবাসি তোমাকে হে নবী! আমাদের হৃদয়ের এ আহবান। সত্যিই ভালোবাসি তোমাকে হে রাসূল! তাইতো আমাদের এ প্রতিযোগিতা। এ অন্য কিছু নয়, কিয়ামতের মাঠে তোমার হাত থেকে সুপারিশনামা পাওয়ার প্রতিযোগিতার প্রয়াস, হে রাসূল! হে আল্লাহ! কবুল করো। আমীন।

মুহসিন আল জাবির; লেখালেখি ও সাহিত্য জগতের একটি নাম। আনোয়ার লাইব্রেরী; রুচিশীল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের নাম। অনেক দিন ধরে স্বপ্ন দেখছেন; নবীজীর জীবনী প্রকাশ করবেন। তারও আশা– আমাদের আশা। এ মহৎ লক্ষে সার্বিক বিবেচনায় 'আর রাহীকুল মাখতুম' গ্রন্থটি অনুবাদ করানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অনুবাদের দায়িত্ব ন্যস্ত করেন মুহতারাম জাবির ভাইকে। বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার দরুন অনেক সময় পার হয়ে যায়। অবশেষে তিনি আরো দু'জন সহযোগী নিয়ে কাজটি সমাপ্ত করেন। কাজটি সামনে আসার পর মোস্তফা ভাই আমাকে দেখালেন। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এক নজর দেখে দেয়ার কথা বললেন।

জাবির ভাই এ ময়দানে আমার গুরু পর্যায়ের ব্যক্তি। তার লেখা সম্পাদনা করার স্পর্ধা আমার নেই। আমি তা করছিও না। কিন্তু মোস্তফা ভাই আমার পরম হিতৈষী ব্যক্তি। তার কথা রক্ষার্থে আমি বইটির আগাগোড়া পড়লাম এবং মূল আরবী কিতাবের সঙ্গে মিলিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলাম। আমার এ প্রচেষ্টা পূর্ণ সফল ও সঠিক হয়েছে, তা আমি বলছি না। কারণ, মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়। তবে আশা করি, বাজারের অন্য অনুবাদ থেকে আমাদের অনুবাদটি একটু বেশি গ্রহণযোগ্যতা পাবে ইনশাআল্লাহ।

তবুও পাঠকের কাছে নিবেদন রইলো, মুদ্রণসহ অন্যান্য যে কোনো ত্রুটি

নজরে পড়লে আমাদের জানিয়ে কৃতজ্ঞ করবেন। আল্লাহ তায়ালার দরবারে তামান্না হলো– এই বই প্রকাশে লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক এবং প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের উপরোল্লিখিত আশা পূরণ করে, একে পরকালে নাজাতের অসিলা হিসাবে কবুল করুন। আমীন।

আমিনুল ইসলাম
বেলভুজ, বরুড়া, কুমিল্লা।
০২-০৪-২০১৮ইং

বই সম্পর্কে

রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর জেনারেল সেক্রেটারি; শায়খ মুহাম্মাদ বিন আলী আল হারাকানী রহ.-এর বক্তব্য থেকে বই সম্পর্কে যতটুকু জানা যায়, তার সংক্ষেপ হলো–

১৩৯৬ হিজরীতে রাবেতায়ে আলমে ইসলামী সীরাতুন্নবীর উপর একটি রচনা প্রতিযোগিতা ঘোষণা করে। প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয় পাকিস্তানে। ঘোষণা হয়েছিলো, এ প্রতিযোগিতায় প্রথম পাঁচজনকে পুরস্কৃত করা হবে। পুরস্কার দেয়া হবে নগদ অর্থ। যার পরিমাণ এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সৌদি রিয়াল। রচনার জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলী দেওয়া হয়েছিলো।

(১) নবী জীবনের ঘটনাপ্রবাহ সংঘটিত হওয়ার ঐতিহাসিক তারিখের আলোকে সাজানো এবং পরিপূর্ণ রচনা হতে হবে।

(২) রচনা এমন মানসম্পন্ন হতে হবে, যার নজির ইতিপূর্বে যায়নি।

(৩) রচনার সব তথ্যের সাথে রেফারেন্স যুক্ত থাকতে হবে।

(৪) প্রত্যেক প্রতিযোগী নিজের বিস্তারিত জীবন বৃত্তান্ত, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং ইতিপূর্বে কোনো গ্রন্থ লিখে থাকলে তার বিবরণ সংগে পাঠাতে হবে।

(৫) রচনা হতে হবে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত। তবে কম্পোজ করে পাঠাতে পারলে উত্তম।

(৬) রচনা আরবী, ইংরেজী, উর্দু, ফার্সিসহ যে কোনো ভাষায় হতে পারে।

(৭) রচনা জমা দেয়ার তারিখ হলো রবিউস সানী–১৩৯৬ হিজরী থেকে মুহাররম–১৩৯৭ হিজরী পর্যন্ত।

(৮) মক্কা মুকাররমায় অবস্থিত রাবেতার অফিসে নির্দিষ্ট খামে করে জমা দিতে হবে। অফিস কর্তৃপক্ষ প্রত্যেকটি খামে ক্রমিক নম্বর লাগিয়ে দিবেন।

(৯) সীরাত বিষয়ে পণ্ডিত ওলামায়ে কেরাম দ্বারা রচনা নিরীক্ষণ করা হবে।

ঘোষণার পর বিভিন্ন দেশে এর সাড়া পড়ে। দেখা গেল, নির্ধারিত সময়ে রাবেতার অফিসে রচনা জমা হতে লাগলো।

আরবী, ইংরেজী, উর্দুসহ বিভিন্ন ভাষার রচনা জমা হলো। শেষ পর্যন্ত ১৭১টি রচনা জমা পড়ে। তন্মধ্যে ৮৪টি আরবী ভাষায়। ৬৪টি উর্দু ভাষায়। ২১টি ইংরেজী ভাষায়। ১টি ফ্রান্সী ভাষায়। একটি হুসাবী ভাষায়।

রাবেতার নিরীক্ষণ কমিটির যাচাই-বাছাইয়ের পর পাঁচজনকে বিজয়ী হিসাবে নির্বাচন করা হয়। নিম্নে বিজয়ী পাঁচজনের স্থান ও পুরস্কারের পরিমাণ উল্লেখ করা হলো।

প্রথম স্থান : জামেয়া সালাফিয়া আল-হিন্দ থেকে অংশগ্রহণকারী শায়েখ সফিউর রহমান আল মুবারকপুরী। তাকে ৫০ হাজার সউদি রিয়াল পুরস্কার দেয়া হয়।

দ্বিতীয় স্থান : জামেয়া মিল্লিয়া আল-ইসলামিয়া নয়াদিল্লী, আল-হিন্দ থেকে অংশগ্রহণকারী ড. মাজেদ আলী। তাকে ৪০ হাজার রিয়াল পুস্কার দেয়া হয়।

তৃতীয় স্থান : আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া, পাকিস্তান থেকে অংশগ্রহণকারী ড. নাসির আহমদ নাসের। তাকে ৩০ হাজার রিয়াল পুরস্কার দেয়া হয়।

চতুর্থ স্থান : মিসর থেকে উস্তাদ হামেদ মাহমুদ মুহাম্মাদ মানসুর। তাকে ২০ হাজার রিয়াল পুরস্কার দেয়া হয়।

পঞ্চম স্থান : মদীনা শরীফ থেকে উস্তাদ আবদুস সালাম হাশেম হাফেজ। তাঁকে ১০ হাজার রিয়াল পুরস্কার দেয়া হয়।

'আর রাহীকুল মাখতুম' বিজয়ী পাঁচটি রচনার প্রথম স্থান অধিকারী। রাবেতার ঘোষণা অনুযায়ী তা কিতাব আকারে প্রকাশ করা হলো। আল্লাহ তায়ালা আমাদের যাবতীয় নেক আমল কবুল করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ ইবনে আলী আল-হারাকান
জেনারেল সেক্রেটারি
রাবেতায়ে আলমে ইসলামী

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

মহাকালের নীরব সাক্ষী

প্রাচীন আরব

আরব মানচিত্রের ইতিহাস/৩১

আরবের ভৌগোলিক সীমানা ও গোত্র-উপগোত্রসমূহ ৩২
আরবের ভৌগোলিক সীমানা ৩২
আরবের জাতিগত ও গোত্রগত অবস্থান ৩৩
আরবের আদি রাজ্য ও রাজত্ব ৪৬
ইয়েমেনের রাজত্ব ৪৭
হিরার রাজত্ব ৪৯
সিরিয়ার রাজত্ব ৫২
হেজাজের রাজত্ব ৫৩
কুসাইয়ের কীর্তি ৫৮
আরবের অন্যান্য অংশের প্রশাসনিক খণ্ড চিত্র ৬০

অন্ধকার আরব

বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক অস্থিরতা/৬২

জাযিরাতুল আরবের রাজনৈতিক অবস্থা ৬৩

কাল্পনিক দেবতা

ধর্মের নামে মানাত দেবতার পূজা/৬৫

আরবের ধর্মীয় মতবাদ ৬৬
দ্বীনে ইবরাহিমের কোরায়শী সংস্করণ ৭৭
ভ্রান্ত বিশ্বাসের আরব ৮৩

কলঙ্কিত সমাজ

প্রাচীন আরবের অগোছালো সমাজ ব্যবস্থা/৮৫

প্রাচীন আরব সমাজ ৮৬
সঙ্কটময় অর্থনৈতিক অবস্থা ৮৯
চারিত্রিক অবস্থা ৯০

বিষয় পৃষ্ঠা

উষার আলো

দু'জাহানের বাদশার আগমনের আলোকবর্তিকা/৯৪

নবীর খান্দান ৯৫
নবী পরিবারের পরিচয় ৯৬

আবে-জমজম

আরবের অলৌকিক নির্মল নহর/১০০

জমজম কূপ খনন ১০১

মত্ত হাতির দল

মক্কা অভিমুখে উন্মাদ আবরাহার অভিযান/১০২

আসহাবে ফিলের ঘটনা ১০৩

নবীজীর আব্বাজান

আবদুল মুত্তালিবের প্রিয়পাত্র সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী/১০৬

আবদুল্লাহ-নবীজীর আব্বাজান ১০৭

নুরের সওগাত

নবীজীর আগমন ও নবুওয়াতপূর্ব ৪০ বছর/১১০

নবীজীর জন্ম ১১১
লালন-পালন ১১২
বক্ষ বিদারণ ১১৪
মায়ের শিশু মায়ের কোলে ১১৫
দাদার স্নেহে নবীজী ১১৫
চাচার স্নেহে ১১৬
আলোর সন্ধানে ১১৬
পাদ্রী বুহাইরা ও গাছ-পাথরের সেজদা ১১৭
ফিজারের যুদ্ধ ও শিশু নবী ১১৮
হিলফুল ফুজুল চুক্তি ১১৯

নির্মল তারুণ্য

তরুণ বয়সে নবীজীর বাণিজ্য, বিয়ে ও বিভিন্ন অলৌকিক আচরণসমূহ/১২০

সংগ্রামী জীবন ১২১
খাদিজার সঙ্গে বিয়ে ১২১

বিষয় পৃষ্ঠা

কা'বার নির্মাণ ১২৩
নবুওয়তের পূর্বের সংক্ষিপ্ত জীবন ১২৪

জ্যোতির্ময় ওহী

নবীজীর নিকট জিবরাইলের প্রথম আগমন/১২৭

আরবের আল-হেরায় ১২৮
জিবরাইলের আগমন ও জ্যোতির্ময় ওহী ১২৯
কিছুদিনের জন্য ওহীর আগমন স্থগিত ১৩৩
পুনরায় জিবরাইলের আগমন ১৩৩
ওহীর বিভিন্ন প্রকার ১৩৪

নুরে ঐশীর প্রচার

নবীজীর ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক পর্যায়/১৩৬

ইসলাম প্রচার শুরু ১৩৭
গোপন তাবলীগের তিন বছর ১৩৯
ইসলামের প্রথম সৈনিকদের কথা ১৩৯
নামাজের আদেশ ১৪১
প্রকাশ্য দাওয়াত ১৪২
স্বজনদের নিকট দ্বীনের প্রচার-সভার আয়োজন ১৪৪
ছাফা পর্বতের সেই আহ্বান ১৪৫
হাজীদের বাধা প্রদান ১৪৮

আলোর বিরুদ্ধে অন্ধকার

ইসলামের দাওয়াতের বিরুদ্ধে মুশরিকদের অপকৌশল/১৫২

ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, অকারণে হাসাহাসি ১৫৩
সংশয় উসকানি ও মিথ্যা অপপ্রচার ১৫৫
কুরআন তেলাওয়াত শুনতে বাধা প্রদান ১৬৩

নির্মম নির্যাতন

মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের অত্যাচার-নীপিড়ন/১৬৫

শুরু হলো নিষ্ঠুরতা ১৬৬
নবীজীর ব্যাপারে মুশরিকদের অবস্থান ১৭২
আবু তালিবের নিকট কুরাইশ দল ১৭৩

বিষয় পৃষ্ঠা

আবু তালিবের প্রতি কুরাইশদের হুমকি ১৭৩
পুনরায় আবু তালিবের নিকট কুরাইশরা ১৭৫
নবীজীর সঙ্গে নতুন শত্রুতা ১৭৬
দারুল আরকামে ১৮৪

হাবশার পথে

জুলম-নির্যাতনের বিভীষিকাময় ধারা-প্রক্রিয়ায় মুসলিমদের হিজরত/১৮৬

প্রথম হিজরত ১৮৭
নাজ্জাশির দরবারে ১৮৭
কাফিরদের সেজদা ও মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তন ১৮৮
নোংরা অপপ্রচার ১৮৯
দ্বিতীয় হিজরত ১৯১
মুহাজিরদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের ষড়যন্ত্র ১৯১
নবীজীকে হত্যার ষড়যন্ত্র ১৯৭
ইসলামের ছায়াতলে হজরত হামজা রাযি. ২০১
হজরত ওমর রাযি.-এর ইসলাম গ্রহণ ২০৩
নবীজীর দরবারে কুরাইশ প্রতিনিধি ২১৩
নবীজীর সঙ্গে কুরাইশ নেতাদের আলাপ ২১৬
নবীজীকে হত্যার ব্যাপারে আবু জাহলের দৃঢ় সংকল্প ২১৮
সার্বজনীনতার প্রস্তাব ২১৯
ইহুদীদের সঙ্গে কুরাইশদের মিলে যাওয়া ২২১
আবু তালিব ও তার স্বজনদের অবস্থান ২২৪
কঠিন নির্যাতনের অঙ্গীকার বয়কট ব্যবস্থা ২২৪
বয়কটের তিন বছর ২২৫
চুক্তিপত্র বাতিল ২২৭
আবু তালিবের নিকট কুরাইশদল ২৩০

শোকের ছায়া

নবীজির স্বজন হারা বেদনার দিনগুলো/২৩৫

প্রিয় চাচার মৃত্যু ২৩৬
বিবি খাদিজার চিরবিদায় ২৩৭
শোকে-দুঃখে কাতর ২৩৮

বিষয় পৃষ্ঠা
হজরত সাওদার সঙ্গে বিয়ে ২৩৯
সাহাবাদের ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার শক্তি ২৪০
আল্লাহর প্রতি ঈমান ২৪০
আকর্ষণীয় নেতৃত্ব ২৪১
দায়িত্ব সচেতনতা ২৪৪
পরকালের ওপর বিশ্বাস ২৪৫
কুরআনী শক্তি ২৪৫
সফলতার সুসংবাদ ২৪৭
তায়েফে নবীজী ২৫২

ঈমানের মুকুল

নতুন উদ্যমে ইসলামের প্রচার-প্রসার/২৬১

ব্যক্তি ও গোষ্ঠির কাছে ইসলাম ২৬২
ঈমানের শিখা ২৬৪
মদীনার ছয় ব্যক্তিত্ব ২৭১
হজরত আয়েশা রাযি.-এর সঙ্গে বিয়ে ২৭৩

মেরাজ-মহাভ্রমণ

নবীজীর মেরাজের ঘটনা/২৭৪

পবিত্র মেরাজ ২৭৫

জান্নাতের বাইআত

ইসলামের মৌলিক নীতিসমূহের সমন্বয়ে প্রাথমিক অঙ্গিকারনামা/২৮২

প্রথম বাইআতে আকাবা ২৮৩
মদীনায় ইসলামের দূত ২৮৪
আশাতীত সফলতা ২৮৪
দ্বিতীয় বাইআতে আকাবা ২৮৭
আলোচনা শুরু ২৮৮
ছয় দফা ২৮৯
বাইআতের গুরুত্ব বয়ান ২৯০
পূর্ণ বাইআত ২৯২
নকীব হলেন যারা ২৯২
ঘাটির শয়তান ২৯৩

বিষয় পৃষ্ঠা
মদীনার নেতাদের সঙ্গে কুরাইশদের বিতর্ক ২৯৪
হিজরতের পূর্বাভাস ২৯৬
দারুন নাদওয়ার অধিবেশন ২৯৯

খুনের নেশায়

নবীজীকে হত্যার চক্রান্ত/৩০২

সংসদীয় কমিটির হত্যার প্রস্তাব ৩০৩
কুরাইশদের ষড়যন্ত্র এবং আল্লাহর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে নবীজীর হিজরত ৩০৪
নবীজীর বাড়ি ঘেরাও ৩০৬
নবীজীর গৃহত্যাগ ৩০৭
গৃহ থেকে গুহায় ৩০৯
কুরাইশদের উন্মাত্ততা ৩১১

মায়া দেশান্তর

স্বজনদের ছেড়ে মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ করে মদীনার পথে রাসুল সা./৩১৪

মদীনার পথে রাসুল! ৩১৫
ঘটে যাওয়া পথের ঘটনাবলী ৩১৬
কোবায় অবতরণ ৩২৪
রাসুলের শহর মদীনায় প্রবেশ ৩২৬

মাদানী জীবন

মদীনার দশ বছর/৩৩০

হিজরতের সময় মদীনার অবস্থা ৩৩১
প্রধান তিনটি ইহুদী দল ৩৩৬
সমাজ ব্যবস্থার নব রূপায়ন ৩৩৯
মসজিদে নববীর নির্মাণ ৩৩৯
মুসলিমরা ভাই ভাই ৩৪১
সহযোগিতার অঙ্গীকার ৩৪৪
সমাজ ব্যবস্থার নয়া কাঠামো ৩৪৬
ইহুদীদের সঙ্গে চুক্তি ৩৫০

অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই

পৌত্তলিকদের হুমকি এবং মুসলিমদের আত্মরক্ষামূলক প্রাথমিক যুদ্ধ-বিগ্রহ/৩৫২

সশস্ত্র সংঘাত ৩৫৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
পত্র বিনিময়	৩৫৩
মসজিদে হারাম বন্ধ ঘোষণা	৩৫৩
কুরাইশদের হুমকি	৩৫৫
যুদ্ধের অনুমতি	৩৫৬
বদরের পূর্বের সারিয়া ও গাযওয়া	৩৫৮
ছারিয়্যা সিফুল বাহ্‌র	৩৫৯
সারিয়্যা রাবেগ	৩৫৯
ছারিয়্যা খাররার	৩৬০
গাযওয়া আবওয়া	৩৬০
গাযওয়ায়ে বুয়াত	৩৬১
গাযওয়ায়ে সাফাওয়ান	৩৬১
গাযওয়ায়ে যিল উশাইরা	৩৬২
ছারিয়্যা নাখলা	৩৬২
বদর যুদ্ধ	৩৬৮
মুসলিম সৈন্যের নেতৃত্ব বিন্যাস	৩৬৯
মক্কায় যুদ্ধের দামামা	৩৭০
মক্কী সৈন্য সংখ্যা	৩৭১
বনু বকর গোত্রের প্রতিবন্ধকতা	৩৭২
মক্কী সৈন্যদের যুদ্ধযাত্রা	৩৭২
নিরাপদ যাত্রা	৩৭৩
মক্কী বাহিনীর মতভেদ	৩৭৩
মুসলিম সৈন্যদের স্পর্শকাতরতা	৩৭৪
পরামর্শ সভা	৩৭৫
মুসলিম বাহিনীর অগ্রযাত্রা ও তথ্যানুসন্ধানের চেষ্টা	৩৭৮
গুরুত্বপূর্ণ তথ্যলাভ	৩৭৯
রহমতের বৃষ্টি	৩৮০
মুসলিম বাহিনীর অগ্রগমন	৩৮০
নেতৃত্বের কেন্দ্রস্থল	৩৮১
সেনা বিন্যাস	৩৮২
কুরাইশদের পারস্পরিক মতানৈক্য	৩৮৩
দুই বাহিনীর মুখোমুখী অবস্থান	৩৮৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
যুদ্ধের ইন্ধন	৩৮৭
যুদ্ধের শুরু	৩৮৮
সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়লো	৩৮৯
ফেরেশতারা এলেন	৩৯০
পাল্টা আক্রমণ	৩৯১
ইবলিসের পলায়ন	৩৯৪
শত্রুর পরাজয়	৩৯৪
আবু জাহলের জাহেলি কর্ম	৩৯৪
আবু জাহলের হত্যা	৩৯৫
চমৎকার ঈমানী দৃশ্য	৩৯৮
নিহতদের লাশ	৪০৩
মক্কায় পরাজয়ের খবর	৪০৪
মদীনায় বিজয়ের শুভ সংবাদ	৪০৭
মদীনার পথে মুসলিম সেনাবাহিনী	৪০৮
বিজয়ের সম্মাননা	৪১০
বন্দীদের বিচার	৪১১
পবিত্র কুরআনে এ যুদ্ধের কথা	৪১৪
বিচ্ছিন্ন ঘটনা	৪১৫
বদরের পরে ওহুদের আগে	৪১৬
বনি সুলাইমের যুদ্ধ	৪১৮
আবার নবীজীকে হত্যার ষড়যন্ত্র	৪১৮
বনী ক্বাইনুকা অভিযান	৪২১
ইহুদীদের ষড়যন্ত্র	৪২২
বনী কাইনুকার অঙ্গীকার ভঙ্গ	৪২৩
অবরোধ-আত্মসমর্পণ-নির্বাসন	৪২৬
ছাতুর যুদ্ধ	৪২৭
জু-আমর যুদ্ধ	৪২৮
কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যা	৪২৯
বুহরান যুদ্ধ	৪৩৫
সারিয়্যাতু যায়েদ ইবনে হারিসা	৪৩৫
উহুদ যুদ্ধ	৪৩৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
কুরাইশদের প্রস্তুতি	৪৩৯
মক্কী বাহিনীর যুদ্ধযাত্রা	৪৪০
মদীনার তথ্য ফাঁস	৪৪০
মুকাবেলার প্রস্তুতি	৪৪০
মদীনার প্রান্তদেশে মক্কী বাহিনী	৪৪১
প্রতিরক্ষা পরামর্শ	৪৪১
যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে	৪৪৩
সৈন্য পর্যবেক্ষণ	৪৪৫
উহুদ ও মদীনার মাঝে রাত যাপন	৪৪৫
মুনাফিকদের শঠতা	৪৪৬
উহুদ প্রান্তে মুসলিম সৈন্য	৪৪৮
প্রতিরোধ ব্যবস্থা	৪৪৮
বীরত্বের প্রেরণা	৪৫০
মক্কী বাহিনীর বিন্যাস	৪৫১
রাজনৈতিক চাল	৪৫২
কুরাইশী নারীদের কর্মকাণ্ড	৪৫৩
যুদ্ধের প্রথম ইন্ধন	৪৫৪
পতাকাবাহকদের প্রাণনাশ	৪৫৪
যুদ্ধের পরিস্থিতি	৪৫৬
আল্লাহ তায়ালার সিংহ হামজা রাযি. ও তাঁর শাহাদাত	৪৫৮
মুসলিমদের উচ্চে অবস্থান	৪৫৯
স্ত্রীর সান্নিধ্য ছেড়ে	৪৫৯
তীরান্দাযদের কথা	৪৬০
মুশরিকদের পরাজয়	৪৬০
মারাত্মক ভুল	৪৬১
খালিদ ইবনে ওয়ালিদের কৌশল	৪৬২
বীরত্বপূর্ণ পদক্ষেপ	৪৬৩
মুসলিমদের বিক্ষিপ্ততা	৪৬৪
রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম	৪৬৭
নবীজীর জীবনের কঠিন সময়	৪৬৮
সাহাবায়ে কেরামের একত্রিত হওয়ার সূচনা	৪৭২

বিষয়	পৃষ্ঠা
মুশরিকদের চাপ	৪৭৪
অসাধারণ বীরত্ব	৪৭৫
নবীজী শাহাদাতের অপপ্রচার	৪৭৮
আধিপত্য লাভ	৪৭৮
ওবাই ইবনে খালফের হত্যা	৪৮০
হজরত তালহা রাযি. নবীজীকে উঠিয়ে নেন	৪৮১
শেষ আক্রমণ	৪৮১
শহিদদের মুসলা	৪৮২
মুসলিমদের তৎপরতা	৪৮৩
ঘাঁটিতে স্থিতিশীলতা	৪৮৪
আবু সুফিয়ানের আনন্দ এবং ওমর রাযি.-এর সাথে তার বক্তব্য	৪৮৫
আরেকবার যুদ্ধের প্রতিজ্ঞা	৪৮৬
মুশরিকদের প্রত্যাগমন যাচাই	৪৮৭
শহিদ ও আহতদের অনুসন্ধান	৪৮৭
শহিদগণকে দাফন	৪৮৯
মহামহিমান্বিত আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও গুণকীর্তন	৪৯১
মদীনায় আত্মোৎসর্গের চরম পরাকাষ্ঠা	৪৯২
নবী কারীম মদীনায়	৪৯৪
দুই দলে নিহতের সংখ্যা	৪৯৪
উদ্বেগপূর্ণ মদীনা	৪৯৫
হামরাউল আসাদ যুদ্ধ	৪৯৫
জয়-পরাজয় পর্যালোচনা	৫০০
উহুদ যুদ্ধের ব্যাপারে কুরআনের বক্তব্য	৫০১
আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্য ও রহস্য	৫০৩
উহুদ ও আহজাবের মধ্যবর্তী যুদ্ধসমূহ	৫০৪
আবু সালামার সারিয়্যা	৫০৫
আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস রাযি.-এর অভিযান	৫০৬
রাজি'র ঘটনা	৫০৬
বিরে মাউনার মর্মান্তিক ইতিহাস	৫০৯
বনি নাজির যুদ্ধ	৫১২
নাজদ যুদ্ধ	৫২০

বিষয় **পৃষ্ঠা**

দ্বিতীয় বদর যুদ্ধ ৫২২
দুমাতুল জানদাল যুদ্ধ ৫২৩
গাযওয়ায়ে আহযাব ৫২৫
বনু কুরাইযাহর যুদ্ধ ৫৪২
সাল্লাম ইবনে আবি হুকাইকের হত্যা ৫৫২
মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহর অভিযান ৫৫৬
বনু লাহইয়ান যুদ্ধ ৫৫৮
ধারাবাহিক সারিয়্যা ও অভিযান ৫৫৯
গামরের অভিযান ৫৫৯
জুলকেসসার প্রথম অভিযান ৫৫৯
জুলকেসসাহর দ্বিতীয় অভিযান ৫৬০
জামুম অভিযান ৫৬০
ঈস অভিযান ৫৬০
তারিফ অভিযান ৫৬২
ওয়াদিল কুরা অভিযান ৫৬২
খাবাত্ব অভিযান ৫৬৩
গাযওয়ায়ে বনু মুস্তালিক যে কারণে ৫৬৪
বনু মুস্তালিক যুদ্ধের পূর্বে মুনাফিকদের আচরণ ৫৬৬
গাযওয়ায়ে বনু মুস্তালিকে মুনাফিকদের আচরণ ৫৭৩
মদীনা থেকে নিকৃষ্টদের বহিস্কার ৫৭৩
ইফকের ঘটনা ৫৭৭
গাযওয়ায়ে মুরাইসির পরের অভিযানগুলো ৫৮৪
দাওমাতুল জানদাল ৫৮৪
বনি সা'দ অভিযান ৫৮৫
ওয়াদিল কুরা অভিযান ৫৮৫
উরানিয়্যীন অভিযান ৫৮৬

ফিরে আসা

মুসলমানদের মক্কায় প্রত্যাবর্তন/৫৮৯

৬ষ্ঠ হিজরীর উমরাতুল হুদায়বিয়া ৫৯০
মুসলিমদের মক্কা গমনের ঘোষণা ৫৯০
মক্কা অভিমুখে মুসলিমদের যাত্রা ৫৯১

বিষয় **পৃষ্ঠা**

আল্লাহ তায়ালার ঘর হতে বিরত রাখার অপচেষ্টা ৫৯২
সংঘর্ষ এড়ানোর প্রচেষ্টায়... ..... ৫৯২
বুদাইল ইবনে ওয়ারক্বার মধ্যস্থতা ৫৯৪
কুরাইশদের দূত ৫৯৫
ওসমানের দৌত্যকার্য ৫৯৮
ওসমানের শাহাদাতের গুজব ৫৯৯
সন্ধি ও চুক্তির দফাসমূহ ৬০০
আবু জান্দলকে ফিরিয়ে দেয়া ৬০২
ওমরা থেকে হালাল হওয়ার জন্য মাথার চুল মুণ্ডন ৬০৩
মুহাজির নারীদের ফেরত প্রদানে অস্বীকৃতি ৬০৪
সন্ধিচুক্তির ভবিষ্যত ৬০৬

পরিবর্তনের ধারা

হুদায়বিয়ার সন্ধি প্রকৃতই এক নবতর ধারার সূচনা/৬১০

বিষণ্ন মুসলিম ৬১১
খুলে গেল দুর্বল মুসলিমদের পথ ৬১৩
ইসলামের পথে কুরাইশ দল ৬১৪
নতুন ধারা ৬১৫

রাজাদের নিকট মহারাজার চিঠি

ইসলামের দাওয়াত দিয়ে রাজাদের কাছে নবীজীর পত্রাবলী/৬১৭

পত্র প্রেরণ ৬১৮

আবার যুদ্ধ হলো

মুসলমানদের বিরুদ্ধে আবার ষড়যন্ত্র হলো এবং যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটলো/৬৪১

গা-বা যুদ্ধ ৬৪২
৭ম হিজরীর খায়বর এবং ওয়াদিল কুরা যুদ্ধ ৬৪৫
যুদ্ধের কারণ ৬৪৫
খায়বর অভিমুখে ৬৪৬
মুসলিম সৈন্যের সংখ্যা ৬৪৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইহুদীদের সাথে মুনাফিকদের যোগসাজেশ	৬৪৮
খাইবরের পথ	৬৪৯
পথের ঘটনা	৬৫০
খায়বর অঞ্চলে মুসলিম সৈনিক	৬৫১
খাইবরের দুর্গ	৬৫২
সেনা শিবির	৬৫২
বিজয়ের সুসংবাদ	৬৫৩
নায়িম দূর্গ বিজয়	৬৫৪
সা'ব ইবনে মুয়াজ দূর্গ বিজয়	৬৫৬
যুবাইর দূর্গ বিজয়	৬৫৭
ওবাই দূর্গ বিজয়	৬৫৮
নিযার দূর্গ বিজয়	৬৫৮
খাইবরের বিজয়	৬৫৯
সন্ধির কথা	৬৬০
আবুল হুকাইকের দু' সন্তানের হত্যা	৬৬১
গনিমতের মাল বণ্টন	৬৬২
জাফর ইবনে আবু তালিব ও আশআরি সাহাবাদের আগমন	৬৬৩
সাফিয়ার সঙ্গে বিয়ে	৬৬৪
বিষাক্ত বকরি	৬৬৬
খায়বর যুদ্ধে প্রাণহানি	৬৬৭
ফাদাকবাসী	৬৬৭
ওয়াদিল কুরা	৬৬৮
তাইমা	৬৬৯
মদীনায় ফেরা	৬৭০
সারিয়্যায়ে আবান ইবনে সাইদ	৬৭১
সপ্তম হিজরীর অন্যান্য অভিযান	৬৭১
সপ্তম হিজরীর সারিয়্যাসমূহ	৬৭৫
কাজা ওমরা	৬৭৮
আরও কতগুলো অভিযান	৬৮২
মোতা যুদ্ধ	৬৮৩
সৈন্য পরিচালকগণ	৬৮৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
সৈন্যদলের যাত্রা ইবনে রাওয়াহার ক্রন্দন	৬৮৪
ভয়ানক অবস্থার সম্মুখীন	৬৮৫
মায়ান স্থানে পরামর্শ বৈঠক	৬৮৬
শত্রুদের ওপর আক্রমণ	৬৮৬
যুদ্ধের সূচনা এবং নেতৃত্বের পালাক্রম	৬৮৭
আল্লাহর এক তলোয়ারের হাতে পতাকা	৬৮৯
যুদ্ধের পরিসমাপ্তি	৬৯০
নিহত সৈন্য সংখ্যা	৬৯১
যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া	৬৯১
যাতুস সালাসিল অভিযান	৬৯২
খাযিরাহ অভিযান	৬৯৪

মহাবিজয় মহাবিস্ময়

মক্কা বিজয়ের আনন্দ ধারা/৬৯৫

মক্কা বিজয়	৬৯৬
যুদ্ধের কারণ	৬৯৬
আবু সুফিয়ানের মদীনা আগমন	৬৯৮
যুদ্ধ প্রস্তুতি	৭০১
মক্কার পথে মুসলিম সৈনিক	৭০৪
সৈন্যদের শিবির স্থাপন	৭০৬
নবীজীর দরবারে আবু সুফিয়ান	৭০৬
মাররুয যাহরান থেকে মক্কার দিকে অগ্রযাত্রা	৭০৯
হতভম্ব কুরাইশদল	৭১১
যি-তুওয়া নামক স্থানে মুসলিম সৈন্য	৭১২
মক্কায় মুসলিমদের প্রবেশ	৭১৩
মসজিদুল হারামে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রবেশ ও দেবতা অপসারণ	৭১৪
কা'বা ঘরে নবীজীর নামাজ অতঃপর কুরাইশদের সামনে ভাষণ	৭১৫
কোনো নিন্দা নেই	৭১৬
কা'বা ঘরের চাবি	৭১৭
কা'বায় বিলালের আজান	৭১৭

বিষয় পৃষ্ঠা
শোকরানা নামাজ ... ৭১৮
পাপীদের রক্ত মূল্যহীন ... ৭১৮
সফওয়ান ও ফোজালার ইসলাম গ্রহণ ... ৭২০
বিজয়ের দ্বিতীয় দিবসে নবীজীর ভাষণ ... ৭২১
আনসারদের সন্দেহ ... ৭২২
বাইআত গ্রহণ ... ৭২২
নবীজীর মক্কায় অবস্থান ... ৭২৫
বিভিন্ন অভিযান ও প্রতিনিধি প্রেরণ ... ৭২৫

শেষ প্রহর

নবুওয়াতী জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো/৭২৯

হুনাইনের যুদ্ধ ... ৭৩০
শত্রুদের যাত্রা ... ৭৩০
সেনাপতির ত্রুটি ... ৭৩১
শত্রু পক্ষের গোয়েন্দা ... ৭৩২
নবীজীর গোয়েন্দা ... ৭৩৩
হুনাইনের পথে রাসুলুল্লাহ ... ৭৩৩
হঠাৎ তীর নিক্ষেপ ... ৭৩৪
অভিযানের জন্য জেগে ওঠা ... ৭৩৬
শত্রুদের শোচনীয় পরাজয় ... ৭৩৭
পশ্চাদ্ধাবন ... ৭৩৭
যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ... ৭৩৮
তায়েফ যুদ্ধ ... ৭৩৮
গনিমত বণ্টন ... ৭৪১
আনসারগণ পেলেন নবীজীকে ... ৭৪২
হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধি ... ৭৪৫
মদীনায় প্রত্যাবর্তন ... ৭৪৬

শান্তির বার্তা

নিরাপত্তা ও শান্তির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম প্রতিনিধি/৭৪৭

প্রতিনিধিদল সমূহ ... ৭৪৮
জাকাত আদায়কারীগণ ... ৭৪৮

বিষয় পৃষ্ঠা
সারিয়াসমূহ ... ৭৪৯
তাবুক যুদ্ধ ... ৭৫৪
যুদ্ধের কারণ ... ৭৫৪
প্রস্তুতির সাধারণ সংবাদ ... ৭৫৫
যুদ্ধ প্রস্তুতির বিশেষ খবর ... ৭৫৮
বিপদাপন্ন পরিস্থিতি ... ৭৫৮
যুদ্ধ যাত্রার জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশ ... ৭৫৮
যুদ্ধ প্রস্তুতির ঘোষণা ... ৭৫৯
রণপ্রস্তুতিতে মুসলিমদের দৌড়-ঝাঁপ ... ৭৬০
তাবুকের পথে মুসলিম সৈনিক ... ৭৬২
ইসলামী সৈন্য তাবুকে ... ৭৬৪
মদীনায় প্রত্যাবর্তন ... ৭৬৬
যুদ্ধ হতে পিছনে ... ৭৬৮
এ যুদ্ধের প্রভাব ... ৭৭০
আয়াত অবতীর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী ... ৭৭১
হজরত আবু বকর রাযি.-এর হজ পালন ... ৭৭২
যুদ্ধ পরিক্রমা ... ৭৭৩

আলোর মিছিল

দলে দলে বিভিন্ন জাতি-গোত্রের ইসলামে প্রবেশ/৭৭৮

আল্লাহ তায়ালার দীনে দলে দলে ... ৭৭৯
প্রতিনিধি দলসমূহ ... ৭৮০
আবদুল কাইসের প্রতিনিধিদল ... ৭৮০
দাউস গোত্রের প্রতিনিধিদল ... ৭৮১
বনি আমর জুযামীর নেতা ফারওয়ার সংবাদ বহন ... ৭৮২
সুদা প্রতিনিধিদল ... ৭৮২
কা'ব ইবনে যুহাইর ইবনে আবি সালমার আগমন ... ৭৮৩
উযরাহ প্রতিনিধি দল ... ৭৮৫
বালী প্রতিনিধি দল ... ৭৮৬
সাক্বীফ প্রতিনিধি দল ... ৭৮৬
ইয়ামান রাজার পত্র ... ৭৮৯
হামাদান প্রতিনিধি দল ... ৭৯০

বিষয় পৃষ্ঠা
বনি ফাজারার প্রতিনিধি দল ৭৯১
নাজরানের প্রতিনিধি দল ৭৯১
বনু হানিফার প্রতিনিধি দল ৭৯৪
বনু আমির ইবনে সা'সার প্রতিনিধি দল ৭৯৬
তুজিইব প্রতিনিধি দল ৭৯৭
ত্বাই প্রতিনিধি দল ৭৯৮

একটি সফল জীবন

নবীজীর বৈচিত্রময় জীবনধারা/৮০১

দাওয়াতের সাফল্য ও প্রভাব ৮০২
বিদায় হজ ৮০৫
সর্বশেষ সামরিক অভিযান ৮১৪

মুসাফির মোছরে আঁখি জল

নবীজীর জীবনের শেষ দিনগুলো/৮১৬

বিদায়ের বেলা ৮১৭
নবীজীর অসুস্থতা ৮১৮
শেষ সপ্তাহ ৮১৮
মহান বন্ধুর আদর ছায়ায় ৮১৯
মৃত্যুর চারদিন আগে ৮২১
জীবনের শেষ সময় ৮২৩
মহান বন্ধুর মিলনে ৮২৫
শোকাহত সঙ্গীদ্বয় ৮২৭
কাফন-দাফন ৮২৮

পবিত্র পরিবার

নবী পরিবারের পুণ্যময় জীবন/৮৩১

হজরত খাদিজা রাযি. ৮৩২
হজরত সাওদা রাযি. ৮৩২
হজরত আয়েশা রাযি. ৮৩৩
হজরত হাফসা রাযি. ৮৩৩
হজরত জয়নাব রাযি. ৮৩৩

বিষয় পৃষ্ঠা
হজরত উম্মে সালামা বিনতে আবি উমাইয়া রাযি. ৮৩৪
হজরত জয়নাব বিনতে জাহ্‌শ রাযি. ৮৩৪
হজরত জুয়াইরিয়া রাযি. ৮৩৫
হজরত উম্মে হাবিবা রাযি. ৮৩৫
হজরত সফিয়া রাযি. ৮৩৬
হজরত মায়মুনা রাযি. ৮৩৬
'বহু-বিবাহ': প্রাসঙ্গিক একটি দিক ৮৩৭

অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব

নবীজীর পবিত্র দৈহিক গঠন- রূপ-লাবণ্য ও চারিত্রিক গুণাবলী/৮৪৭

দৈহিক গঠন ৮৪৮
সুমিষ্ট উজ্জ্বলতায় ৮৪৮
চমৎকার রূপভঙ্গী ৮৪৯
মাধূর্যমণ্ডিত ৮৫০
উদিত সূর্য ৮৫১
চাঁদের আভা ৮৫১
ঝলমল কিরণ ৮৫২
আলোর মুখে ৮৫২
সুরমা বর্ণ ৮৫৩
নিঃসৃত সুগন্ধি ৮৫৪
চারিত্রিক আভিজাত্য ৮৫৪
দরুদ ও সালাম ৮৬৩
মুহাম্মাদের বংশ তালিকা ৮৬৪